বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২–২০২৩

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন, সংযোজন ও সরবরাহকারী একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান

ফোন: ০২ ৯৮১৪৭৪৭ Web : www.tss.com.bd , E-mail : mdtss@tss.com.bd

এক নজরে টেশিস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন ভাবনায় হাজার ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) নামে টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনকে ঢেলে সাজান। এর আগে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম জার্মানির মেসার্স সিমেন্স এজি'র এবং তৎকালীন সরকার এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মেসার্স সিমেন্স এজি ৪৯% ও তৎকালীন সরকারের ৫১% শেয়ার মালিকানা ছিল। শুরুতে ইএমডি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, এনালগ পিএবিএক্স, ফ্যাক্স মেশিন, ডিপি/সিটি বক্স, ক্যাবিনেট, টেলিফোন সেট উৎপাদন এর মধ্য দিয়ে টেশিসের যাত্রা হলেও পরবর্তীতে ১৯৭৩ সনের ২৪ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান "টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিঃ" অনুমোদন করেন। তখন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ৯২% ও সিমেন্স এজির ০৮% শেয়ার মালিকানা ছিল।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু সরকারের পরিকল্পনায় টেশিস আধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, স্টেনো/টেলিফোন সেট, পিএবিএক্স উৎপাদন করে দেশের টেলিযোগাযোগ সেক্টরের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এগুচ্ছিল। ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর সেই অগ্রযাত্রা শুধু ব্যাহতই হয়নি, ধীরে ধীরে টেশিস রুগ্ন শিল্পে পরিণত হতে থাকে।

২০০৮ খ্রিস্টাব্দে ডিজিটাল বাংলাদেশ এর স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার শেখ হাসিনার "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বিনির্মাণ কর্মসূচির অংশীদার করে টেশিসকে রুগ্ন অবস্থা থেকে তুলে এনে ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন, সংযোজন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ২০০৮ সালে সিমেন্স থেকে টেশিসের সকল শেয়ার সচিব ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর হয়, ২০১০ সালে টেশিস রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়ে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়। প্রতিটি শেয়ারের অবিহিত মূল্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করা হয়, অনুমোদিত মূলধন : ৫০০ কোটি টাকা ও পরিশোধিত মূলধন : ৮,৬৮,২৪,০০০ টাকা ।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বহুমুখি করণ এবং যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে নতুন অগ্রযাত্রা শুরু করে । Expression of Interest এর মাধ্যমে স্ট্রাটেজিক পার্টনার তথা দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ কারী নির্বাচন করা হয়। বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" এবং "ভিশন ২০২১"-কে সামনে রেখে টেশিস কে একটি ইলেকট্রনিকজোন হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মাননীয় মন্ত্রী, সংসদীয় কমিটি ও পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১১ অক্টোবর ২০১১ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দোয়েল ব্রান্ড টেশিস ল্যাপটপ এর শুভ উদ্বোধন করেন। শুরু হয় ডিজিটাল সেক্টরে টেশিসের পদার্পণ। একে একে টেশিস এর পণ্যসম্ভারে যোগ হয়েছে দোয়েল ব্র্যান্ডের ডেস্কটপ, নোটবুক, ট্যাব, বায়োমেট্রিক ডিভাইস, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ড বক্স, স্মার্ট প্রি-পেইড এনার্জি মিটার, SDH MUX, Sattelite Moudulator, IP based PABX প্রভৃতি ডিজিটাল ডিভাইস। এখানে মূল ভবন ৫ তলা, ৬০,৮০০ বর্গফুট, শেড (৪০,০০০ বর্গফুট), স্টোর (৩,০০০ বর্গফুট), সারফেস ওয়ার্কশপ (১৬,০০০ বর্গফুট), ওয়্যার হাউজ (৩,৫০০ বর্গফুট), কারপেন্ট্রি সপ (৪,০০০ বর্গফুট) আছে। এর বাইরে কাষ্টমার কেয়ার সেন্টার, নিরাপত্তা রক্ষীদের গেইট কক্ষ, ক্যান্টিন ও মসজিদ রয়েছে।

টেশিস একটি সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানি হলেও বর্তমানে সরাসরি সরকারী আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতা আর আপনাদের সহযোগিতায় টেশিস ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাংগ ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের রুপ পরিগ্রহ করতে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

টেলিকম ও ICT নির্ভর পণ্যসামগ্রী উৎপাদন/সংযোজনের মাধ্যমে দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা, পরিবেশ বান্ধব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে টেলিকম ও ICT খাতের আমাদানী নির্ভরতা কমানোর মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা এবং যাবতীয় স্মার্ট পণ্য সমূহের সুবিধাদি জনগণের কাছে পৌছানো।

উদ্দেশ্য

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও জনগণের মধ্যে স্বল্পমূল্যে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, বায়োমেট্রিক ডিভাইস, ট্যাব, নোটবুক, স্মার্ট টিভি, আইওটি ডিভাইস প্রদান।
- টেলিযোগাযোগ খাতে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, স্টেনো/টেলিফোন সেটসহ বিবিধ ডিজিটাল ডিভাইস সদৃশ্য যন্ত্রপাতির উপকরণের প্রয়োজন মিটানো।
- কারিগরী দক্ষতা বিনিময়ের মাধ্যমে এবং মূল্যবান যন্ত্রপাতি উৎপাদনের লক্ষ্যে কারিগরী জ্ঞানের উন্নতি অর্জনের সুযোগ দানের

  বিনিময়ে কারিগরী জ্ঞান হস্তান্তর, উন্নতমান/মূল্যমানের শিল্প, আধুনিক ব্যবস্থাপনা, যন্ত্রপাতি উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণ।
- নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র ও চাকরীর সুযোগ সৃষ্টি।
- দেশের আমদানী নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণ।

টেশিসের পণ্যসমূহ

০১. দোয়েল ল্যাপটপ

০২. ডেস্কটপ কম্পিউটার, ট্যাব

০৩. ডিজিটাল টেলিফোন সেট ও স্টেনো সেট

০৪. পিবিএক্স সিস্টেম

০৫. ডিজিটাল স্মার্ট প্রিপেইড এনার্জি মিটার

০৬. ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট (MUX, DWDM, Modulator ইত্যাদি)

০৭. LED টেলিভিশন

০৮. Wi-Fi Router, Switch

০৯. Biometric Device.

১০. Conference system

টেশিসের প্ল্যান্ট সমূহ	
টেশিস ল্যাপটপ প্ল্যান্ট	ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট প্ল্যান্ট
ডিজিটাল পিবিএক্স প্ল্যান্ট	ডিজিটাল এনার্জি মিটার প্ল্যান্ট
ডিজিটাল টেলিফোন সেট প্ল্যান্ট	মোবাইল ব্যাটারী ও চার্জার প্ল্যান্ট

ল্যাপটপ প্ল্যান্ট

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূর প্রসারি ও সুদৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ তথ্য প্রযুক্তির উচ্চ শিখরের দিকে চলমান। তারই দিক নির্দেশনায় দেশ আজ তথ্য প্রযুক্তিতে বিশ্বের কাছে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পেরেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্য প্রযুক্তির পন্য ও সেবা পৌঁছে গেছে। এমনই অনেক ডিভাইস এর মধ্যে দোয়েল ল্যাপটপ অন্যতম। ১১ই অক্টোবর ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দোয়েল ল্যাপটপ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃক উদ্বোধনের পর সন্মানিত গ্রাহকদের কাছে দোয়েল ল্যাপটপ চাহিদা ও সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে টেশিস Core i7 (10^{th} Gen), Core i5 (10^{th} Gen), Core i3 (10^{th} Gen), সম্বলিত উচ্চ কার্যক্ষমতা সম্পন্ন (High Configuration) দোয়েল ল্যাপটপ সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সাধারন সন্মানিত গ্রাহকদের কাছে বিক্রয় এবং বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করছে। দোয়েল ল্যাপটপের বিক্রয় এবং বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকার মধ্যে ৪ টি, (নীলক্ষেত , IDB ভবন, শেরেবাংলা নগর, রমনা), গাজীপুরে টেশিস এর প্রধান কার্যালয়ে ১ টি, খুলনা এবং রাজশাহীতে ২ টি, মোট ৭ টি বিক্রয় এবং বিক্রয়োত্তর সেবা কেন্দ্র চালু আছে।

ল্যাপটপ প্ল্যান্টের বর্তমান অবকাঠামো, ৫০০০ হাজার বর্গফুট। একটি ৭০ ফিট এর প্রোডাকশন লাইন আছে যা দ্বারা দৈনিক ৫০০ টি ল্যাপটপ Assemble করা যায়।

ডিজিটাল টেলিফোন সেট প্ল্যান্ট

টেশিস বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য বর্তমানে ৩(তিন)টি মডেলের ডিজিটাল টেলিফোন সেট, ১ (এক) টি মডেলের স্টেনো সেট ও ২ (দুই) টি মডেলের কলার আইডি টেলিফোন সেট সংযোজন/ উৎপাদন ও বিপণন করছে।

বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে টেশিস এর প্রধান কার্যালয়ে, রমনা, নীলক্ষেত এবং শেরেবাংলানগরে চারটি টেলিফোন সেট বিক্রয় এবং বিক্রয়োত্তর সেবা কেন্দ্র চালু রয়েছে ।

ডিজিটাল পিএবিএক্স প্ল্যান্ট

ডিজিটাল পিএবিএক্স প্ল্যান্ট বর্তমানে এসকেডি পদ্ধতিতে কাচাঁমাল সংগ্রহ করা হয় এবং সংযোজন করে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে সরবরাহ, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদান কাজ সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে বঙ্গভবন, গণভবন, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পুলিশ, RAB, এনবিআর, বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মেডিকেল কলেজ সমূহে, স্বরাষ্ট্র সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনালয়ে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে পিএবিএক্স সরাসরি সরবরাহ ও স্থাপন পূর্বক অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ডিজিটাল প্রি-পেইড এনার্জি মিটার প্ল্যান্ট

ডিজিটাল প্রি-পেইড এনার্জি মিটার প্ল্যান্টের বর্তমান অবকাঠামো/দৈর্ঘ্য ৫০০০ বর্গফুট। উক্ত প্লান্টে স্ট্রাটেজিক পার্টনার কর্তৃক নিয়োজিত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী - ১৮ জন এবং খন্ডকালীন টেকনিশিয়ান -১০ জন (Assembling – এর সময়)। এছাড়া স্থাপন কাজে প্রয়োজন অনুসারে ৪০ থেকে ১২০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োজিত থাকেন।

কোম্পানির শেয়ার ও শেয়ার হোল্ডার

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) সরকারের মালিকানাধীন একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী। বর্তমানে টেশিস এর প্রতিটি ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মূল্যমানের ৮৬,৮১২টি শেয়ার সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং ৬জন পরিচালকের নামে নিম্নরুপে বরাদ্দ:

* সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	:	৮৬,৮১২টি
* অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	০২ টি
* যুগ্ম সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	:	০২ টি
* ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল	:	০২ টি
* ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ	:	০২ টি
* কাউন্সিল মেম্বার, আইসিএবি	:	০২ টি
* ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেশিস	:	০২ টি
		৮৬,৮২৪ টি

অনুমোদিত মূলধন : পরিশোধিত মূলধন

অনুমোদিত মূলধন:

টা:১০০০ প্রতিটি মূল্যমানের ৫০,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার : টা:৫০০,০০,০০,০০০

পরিশোধিত মূলধন:

টা:১০০০ প্রতিটি মূল্যমানের ৮৬,৮২৪ টি পরিশোধিত শেয়ার : টা:৮,৬৮,২৪,০০০

ব্যাংকস : ১) সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্টেশন রোড শাখা, টঙ্গী, গাজীপুর;
২) মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা;
৩) বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা।

রেজিস্টার্ড অফিস : কক্ষ # ৭ (২য় তলা), ডাক ভবন (জিপিও), ঢাকা-১০০০।

টেশিস এর জমি ও অবকাঠামো

ক্রমিক নং	বিবরণ	জমির পরিমান
০১	টেশিস মূল কম্পাউন্ড	১৩.৩৮৬ একর
০২	কম্পাউন্ড সংলগ্ন মাঠ	৫.৫০ একর
০৩	আউচপাড়া স্টাফ কোয়ার্টার	৫.৮৯ একর
০৪	উত্তরা কোয়ার্টারের জমি	২.৫৫৯ একর

উৎপাদিত পণ্যের বর্তমান ও ভবিষৎ বাজার সম্ভাবনা

টেশিস বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র দেশীয় ব্রান্ডের ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন/সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান । টেশিসে বর্তমানে দেশিয় ব্রান্ড দোয়েল এর Laptop, Desktop Computer, Android Smart TV, Projector, Digital Telephone Set, Digital PBX, Smart Pre-paid energy meter এবং অন্যান্য Digital Device উৎপাদন/সংযোজন করা হচ্ছে । বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে টেশিস কর্তৃক Digital devices উৎপাদন/সংযোজন এর গুরুত্ব অপরিসীম । তাই আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে Laptop, Desktop Computer ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস ছাড়া জীবন যাপন অচল। প্রতিদিন এর ব্যবহার বেড়েই চলছে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে, একটি Digital Class Room এ-ছাত্র/ছাত্রীদের Digital Content তৈরী ও আধুনিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য Laptop Projector সহ বিভিন্ন Digital Devices এর প্রয়োজন হয় যা TSS উৎপাদন ও সংযোজন করে থাকে । এছাড়াও টেশিস তার সেবাকে আরও সহজ করার জন্য টেশিস পণ্য সেবা Apps চালু করেছে এবং নগদ এর সাথে Payment Getway চালু করেছে। তাই Digital শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচারের ক্ষেত্রে TSS এর Digital পণ্যের বাজারে চাহিদা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । TSS বর্তমানে Smart Energy pre-paid meter উৎপাদন /সংযোজন করে থাকে । ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে টেশিস গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে । গ্রাহকগন এখন ঘরে বসে Smart meter Recharge করতে পারছে । বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে এখন Smart Energy meter ব্যবহার শুরু হচ্ছে । এমনিভাবে TSS এর উৎপাদিত/সংযোজিত Digital Device সমূহের বর্তমানে বাজারে যেমন ব্যাপক চাহিদা রয়েছে তেমনি তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের ফলে ভবিষৎ বাজার উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- সাশ্রয়ী মূল্যে যুগের চাহিদা অনুযায়ী ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, ট্যাব, ডিজিটাল মিটার এবং IT যন্ত্রপাতি উৎপাদন, সংযোজন ও সরবরাহ করা।
- টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)-এর ভৌত অবকাঠামো আধুনিকায়ন, নূতন ডিজিটাল পণ্য উৎপাদন/সংযোজন প্লান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্লান্টসমূহের উৎপাদন/সংযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। এই প্রকল্পের আওতায় স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজননীয় ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন, সংযোজন, সরবরাহ ও স্থাপন করা।
- দেশব্যাপী টেলেযোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকায়নে অবদান রাখা।
- আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে ডিজিটাল ডিভাইসেস সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিণির্মানে সহায়ক ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন/সংযোজনকার/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা।

লাভ ক্ষতি

টেশিস ১৯৭০-১৯৯৩ সাল পর্যন্ত "না লাভ না ক্ষতি" নীতির উপর পরিচালিত হতো। তখন টেশিসের একমাত্র ক্রেতা ছিল বিটিটিবি (বর্তমানে বিটিসিএল)। ১৯৯৩ সাল হতে টেশিস বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা শুরু করে। ২০১০-২০১১ সাল হতে আয়/ব্যয়ের হিসাব (ট্যাক্স বাদ দেয়ার পর) নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রঃ	অর্থবছর	আয় টাকা (লক্ষ)	ব্যয় টাকা (লক্ষ)	লাভ/(ক্ষতি) টাকা (লক্ষ)
১.	২০১০-২০১১	৩৪৬২.৮০	৩৪৩৯.৯০	২২.৯০
২.	২০১১-২০১২	৫৮৬৯.২৭	৫৮০৭.৭০	৬১.৫৭
৩.	২০১২-২০১৩	১০৫০৮.৩১	১০৪৫২.৩৬	৫৫.৯৫
৪.	২০১৩-২০১৪	৬৩১৩.৮৮	৬২৫৯.২৩	৫৪.৬৫
৫.	২০১৪-২০১৫	৬৫২৪.১৫	৬৪৬৩.৪৫	৬০.৭০
৬.	২০১৫-২০১৬	১১,৪৬৮.৫৮	১১,৩৮৯.২০	৭৯.৩৮
	২০১৫-২০১৬*	১১,৫৫৯.৩৯	১১,৩৮৯.২০	১৭০.১৯
৭.	২০১৬-২০১৭	২৮,১৩৭.৬০	২৭,৮৪৭.৫৩	২৯০.০৭
৮.	২০১৭-২০১৮	৯৫৯৭.০৪	৯৫৯৭.৬০	(০০.৫৬)
৯.	২০১৮-২০১৯	১৪২৬৪.০৯	১৩০৬৭.৬৮	১১৯৬.৪১*
১০.	২০১৯-২০২০	১১৩৮১.৬১	১১৫১৫.৩৮	(১৩৩.৭৭)
১১.	২০২০-২০২১	৯৭৫৪.৩৬	৯৯৪৮.৯১	(১৯৪.৫৫)
১২.	২০২১-২০২২	১৩৬৩৪.৩৫	১৪০৫৬.০৮	(৪২১.৭৩)
১৩.	২০২২-২০২৩	৬০৩.৫	১৩০৩.৫	(৭০০)

দ্রষ্টব্য: * ২০১৫-১৬ অর্থবছরের হিসাব Restated করা হয়েছে।
* ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লাভের সাথে মূলধনী অর্জন অন্তর্ভুক্ত আছে।

জনবল

বর্তমানে কর্মরত জনবল ১৬১ জন (অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী অনুমোদিত জনবল ৫৫৫ জন)

ক্রমিক নং	টেশিস গ্রেড	স্থায়ী জনবল
০১	১	১ জন (প্রেষণে কর্মরত)
০২	২	.....
০৩	৩	২ জন (১ জন প্রেষণে কর্মরত)
০৪	৪	৫ জন (২ জন প্রেষণে কর্মরত)
০৫	৫	৫ জন
০৬	৬	১০ জন
০৭	৭	৫ জন
০৮	৮-১২	৭৪ জন

মোট	**১০২ জন**
অন্যান্যঃ	
টেশিস কর্মকর্তা/কর্মচারী (অস্থায়ী)	০১ জন
টেশিস চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা/কর্মচারী	৪৫ জন
টেশিস নৈমিত্তিক কর্মচারী	১৩ জন
সর্বমোট	**১৬১ জন**

কর্মচারীর সুবিধা

যৌথবীমাঃ

কোম্পানির কর্মচারীদের কল্যাণার্থে চাকুরিকালীন দূর্ঘটনা এবং চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুর ঝুঁকি সম্বলিত বীমা কর্মসূচী কোম্পানি কর্তৃক ডেলটা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পনি লিঃ এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

কল্যাণ তহবিলঃ

পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে কর্মচারীদের কল্যাণমূলক কাজে বাৎসরিক বাজেটে কল্যাণ তহবিলে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়।

প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলঃ

কর্মচারী এবং কোম্পানি কর্তৃক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বেতন হতে ১০% প্রদত্ত চাঁদা কর্মচারীর প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল হিসাবে নির্ধারন করা হয়।

আনুতোষিক (গ্রাচুইটি)

স্থায়ী পদে কর্মরত কোন কর্মচারী কোম্পানিতে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছর অব্যাহতভাবে চাকরি করার পর আনুতোষিক (গ্রাচুইটি) প্রাপ্য হন।

চিকিৎসা সেবাঃ

টেশিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের একজন খন্ডকালীন মেডিকেল অফিসার এবং সার্বক্ষণিক মেডিকেল সহকারী বিদ্যমান।

বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

চেয়ারম্যান
জনাব মোঃ খলিলুর রহমান
সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

পরিচালকবৃন্দ

জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম
যুগ্মসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল

জনাব মোঃ ফিরোজ আহমেদ
যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ

জনাব সাব্বীর আহমেদ এফসিএ
ভাইস প্রেসিডেন্ট, আইসিএবি

মোঃ আশরাফ হোসেন পিইঞ্জ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেশিস

টেশিস ম্যানেজমেন্ট

জনাব মোঃ আশঅরাফ হোসেন পিইঞ্জ	: ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জনাব সাঈদ মাহমুদ পিইঞ্জ	: মহা ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও অর্থ)
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মোল্লা	: মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা উন্নয়ন ও গবেষণা)
জনাব মোঃ মাইনুল হাসান	: কোম্পানি সচিব
জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম	: উপমহাব্যবস্থাপক (কম্পিউটার ডিভাইসেস)
জনাব ইসমাইল মিয়া	: উপমহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)
জনাব এরশাদ হোসেন	: উপমহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও সমন্বয়)
জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক খান	: উপমহাব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ)
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	: ব্যবস্থাপক (কারিগরী)
জনাব সামিয়া ইফফাত	: ব্যবস্থাপক(কারিগরী)
জনাব বিশ্বাস মুরাদ হোসেন	: ব্যবস্থাপক (হিসাব)
জনাব জি. এম. রাকিব হাসান	: ব্যবস্থাপক (কারিগরী)
জনাব মোঃ জুলফিকার হায়দার	: ব্যবস্থাপক (কারিগরী)